২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

সূচনা:

সরকার কর্তৃক গৃহীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) বাস্তবায়ন । এডিপি 'র সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপরে অনেকাংশেই নির্ভর করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ধারা । পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সরকার কর্তৃক গৃহীত এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে । এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে প্রত্যেক অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন অন্যতম। সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছে তার একটি ধার ণা সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায় । এছাড়াও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়নের সময় বাস্তবায়নকালীন সময়ের সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা ভবিষ্যত প্রকল্প প্রণয়ন এবং গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) নিয়মিতভাবেই প্রতিটি অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে । এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নের উদ্দেশ্য:

- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছিল তার কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার একটি সম্যক ধারণা লাভ করা;
- প্রকল্পসমূহের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ এবং প্রাক্কলিত ব্যয়-এর একটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা;
- প্রকল্পসমূহের সার্বিক আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতির অংগভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিটি প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন তুলে ধরা;
- সরেজমিন পরিদর্শনসহ অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা যাতে করে ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণকালীন সময়ে এ সমস্যা দূর করা যায়; এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের সমস্যাসমূহ দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন যাতে করে ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হয়।

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি:

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি-এর একটি অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা । সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের সময়ে যে সকল যুগোপযোগী মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ:

- বাস্তব অগ্রগতি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠপর্যায়ে নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় ভিত্তিক এডিপিভুক্ত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় যোগদান এবং কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল অংশিদার (stakeholders)-দের (যেমন: পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, প্রক ল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়) সংগে পর্যালোচনা এবং মত বিনিময়;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত পিইসি, এসপিইসি, স্টিয়ারিং কমিটি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কমিটি (পি আইসি) ইত্যাদি গুরূত্বপূর্ণ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি পর্যালোচনা;
- আরএডিপি পর্যালোচনা; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত নির্ধারিত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন:

প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে বিনিয়োগ, কারিগরী সহায়তা প্রকল্প সমূহ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে অধিকাংশই চলতি প্রকল্প এবং বেশ কিছু প্রকল্প নতুন প্রকল্প হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এছাড়াও প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত কিছু প্রকল্প সমাপ্ত হয় । নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে গত পাঁচ অর্থবছরের নির্ধারিত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন সাফল্য প্রকাশ করা হলো:

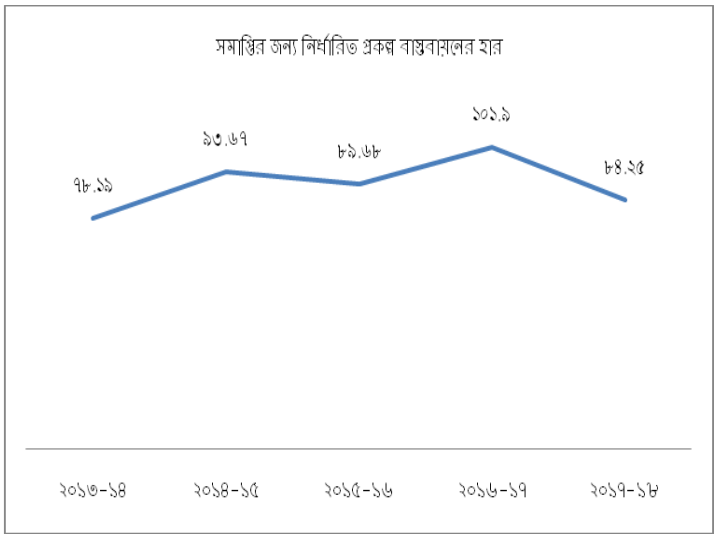

চিত্র ১: সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার

পার্শ্ববর্তী চিত্র ১ এ গত ২০ ১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হারের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে । নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হার ২০ ১৩-১৪ এর তুলনায় ২০১ ৪-১৫ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১ ৫-১৬ অর্থবছ র তা নিম্নমুখী হয়ে ২০১ ৬-১৭ অর্থ বছরে তা কিঞ্চিৎ উর্ধ্বমুখী হয়েছে। গত পাঁচ অর্থবছরের নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হার প্রায় ৮৯.৫৪ শতাংশ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পসমূহ:

২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তে ৫৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ১৭১০টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। শ্রেনীবিন্যাস অনুযায়ী এগুলোর মধ্যে ১৩৭২টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ১৫৭টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প এবং ৬টি জাপানী ঋণ মওকুফ সহায়তা তহবিল প্রকল্প, নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প ১৬৬টি ও ৯টি উন্নয়ন সহায়তা খাত। এডিপিভুক্ত ১৭১০টি প্রকল্পের মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ৩২১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর খাতভিত্তিক সমাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতি:

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং লক্ষ্যসমূহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত ১৭টি খাতের আওতায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। প্রতি অর্থবছরে বিভিন্ন মেয়াদে এ সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়। এ বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তে অর্ন্তভুক্ত ১৭টি খাতের আওতায় ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর অধীনে ৩২১টি প্রকল্প/কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ উক্ত অর্থবছরের মোট এডিপি প্রকল্পের প্রায় ১৮.৭৭%।

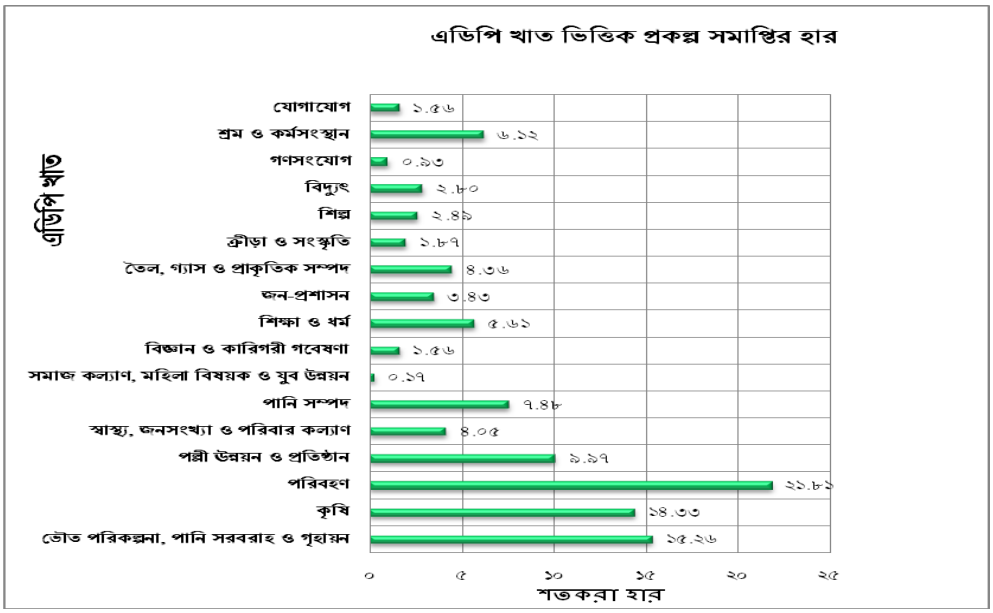

চিত্র ২: সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার (এডিপি সেক্টর অনুযায়ী)

প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা ও সুপারিশসমূহ

সমস্যা	সুপারিশ
কৃষি (ফসল, খাদ্য, বন, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ. সেচ) সেক্টর:	
১. প্রকল্প অনুমোদনের পর পরই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু করা হয় না। ফলে প্রকল্পের সংশোধনসহ প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল অধিক বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে জনগণ প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করতে পারে না।	১. যথাসময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প অনুমোদনের পর পরই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু করতে হবে।
২. প্রকল্পের ভবন নির্মাণ স্থান না নির্ধারণ না করে /ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না করে প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। এর ফলে স্থান পেতে /ভূমি অধিগ্রহণে অনেক বিলম্ব হয়। এতে নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধিসহ প্র কল্প বার বার সংশোধন করতে হয়।	২. ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ভূমি অধিগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
৩. প্রকল্প বার বার সংশোধন ও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে সময় ও ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পায় যা কাম্য নয়।	৩. ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে প্রকল্প ডিজাইন করা উচিৎ হবে যাতে মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করা সম্ভব হয়।
৪. আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/ সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত সময়ের মধ্যে পিসিআর প্রেরণ করা হয় না। প্রকল্পের পিসিআরের সকল তথ্য সঠিকভাবে পূরণ না করা।	৪. পরিপত্র অনুযায়ী ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের বিষয়টি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে।
৫. "সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি " শিরোনামে জারিকৃত পরিপত্রের ফরমেট অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	৫. উন্নয়ন প্রকল্পের পরিপত্র অনুযায়ী ডিপিপিতে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

সমস্যা	সুপারিশ
(পিআইসি) যথাযথভাবে গঠন করা হয় না এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয় না, যা পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী।	(পিআইসি) গঠন করা এবং নিয়মিত এ দুটি সভার আয়োজন করতে হবে।
৬. অধিকাংশ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন অথবা একাধিক প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এতে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যাহত হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বশেষ পরিপত্রের (অক্টোবর ২০১৬ জারিকৃত) ১৬.৩৭ অনুচ্ছেদ এবং সংযোজনী-ঢ় এর ৪.৩ ও ৪.৮ শর্ত অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক মূল পদে বহাল থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন এবং একাধিক প্রকল্পের পিডি'র দায়িত্ব পালন পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী।	৬. "সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" সর্বশেষ পরিপত্র (অক্টোবর ২০১৬ জারিকৃত) অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও দায়িত্ব প্রদান করা সমীচীন হবে।
৭. অধিকাংশ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদকালে প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তন করা হয়। বাস্তবায়নকারী সংস্থা থেকে জানা যায়, পদোন্নতি, বদলীজনিত ও অবসরজনিত কারণে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ও যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয় না। এছাড়া প্রকল্প কার্যক্রম ধীরগতি ও ব্যাহত হওয়ার ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করা সম্ভব হয় না।	৭. প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত মেয়াদকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সম্পন্নের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করতে হবে।
৮. অধিকাংশ প্রকল্পের Exit Plan-এর বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না।	৮. প্রকল্পের Exit Plan-এর বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের Exit Plan সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
৯. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালের ইনভেন্টরি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে দেখা যায় না। ফলে মালামালের সঠিক হিসাবও পাওয়া যায় না। তাছাড়া সংগৃহীত মালামালের গায়ে প্রকল্পের নাম মার্কিং করা থাকে না।	৯. সংগৃহীত মালামালের ইনভেন্টরি সংরক্ষণ করতে হবে। মালামালের গায়ে প্রকল্পের নাম সংক্ষেপে অমোচনীয় কালি দিয়ে মার্কিং করতে হবে।
১০. উন্নয়ন প্রকল্প থেকে মৎস্যচাষ ও গবাদি পশু পালন , জাত উন্নয়ন বিষয়ে খামারী/কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, উপকরণাদি বিতরণ, প্রদর্শনী করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব সুফলভোগীদের সঠিক তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না। ফলে প্রকল্প সমাপ্তির পর এসব সুফলভোগীদের যথাযথ তথ্য পাওয়া যায় না।	১০. প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিষয়ে তথ্যাদি প্রাপ্তির সুবিধার্থে ভবিষ্যতে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তথ্য সম্বলিত তালিকা ও প্রকল্পের সরবরাহকৃত উপকরণের আলাদা ডাটাবেইজ তৈরি করতে হবে।
১১. প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশনগুলো নি র্মাণ ডিজাইন ত্রুটি, নির্মাণ কাজে ত্রুটি, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র অবহেলিতভাবে পড়ে রয়েছে। অধিকাংশ কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশন চালু করা হয়নি।	১১. কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশনগুলো নির্মাণ ত্রুটির বিষয়ে দায় -দায়িত্ব নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ষ্টেশনগুলো দ্রুত চালূ করা।
১২. বিভিন্ন স্থাপনা যথাসময়ে নির্মাণ করা হলেও প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে সময়মতো চালু করা হয় না এবং জনবলের অভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। অপরদিকে স্থাপনা চালু করতে না পারায় সংগ্রহকৃত মালামাল বাক্সবন্দী করে দীর্ঘদিন ফেলে রাখা হয়।	১২. প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্ত ক রার পূর্বে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর:	
১. প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট Exit plan না থাকায় প্রকল্পের সুফলসমূহ টেকসই হয়নি।	১. ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে সুনির্দিষ্ট Exit plan প্রণয়ন করতে হবে
২. পটুয়াখালী জেলায় Oxfam "ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলনা , তবে এনজিও'টি স্থানীয় অন্য আরেকটি এনজিও "ওয়েভ ফাউন্ডেশন " কে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয় এবং "ওয়েভ ফাউন্ডেশন "	২. সরকারী প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে ভিন্ন নামে বাস্তবায়ন কীভাবে হলো সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
REECALL (Resilience Economic Empowerment Climate Change Lesson and Learning) নামে বাস্তবায়ন করে।	
৩. আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের মেয়াদ কম হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীদের অধিকাংশ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু আয়ত্ব করতে পারেননি, ফলে আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে সমর্থ হননি।	৩. ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও মেয়াদ সুফলভোগীদের চাহিদা বিশ্লেষণপূর্বক বাস্তবসম্মতভাবে প্রণয়ন করতে হবে;
৪. Initiative for Development, Empowerment, Awareness and Livelihood (IDEAL)Project, Kurigram (1st Revised) প্রকল্পের পিসিআর এ অংগভিত্তিক অগ্রগতি অংশে ২২৫টি কমিউনিটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন অংশে ১২১ টি কমিউনিটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে।	৪. ভবিষ্যতে প্রকল্পের পিসিআর প্রণয়নে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং ত্রুটিপূর্ণ পিসিআর প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে।
৫. প্রকল্পের আওতায় গঠিত ওয়ার্ড সংসদগুলোর নিবন্ধন ও সদস্যদের কার্যক্রমের মনিটরিং না থাকায় প্রকল্পের সুফলগুলো টেকসই হচ্ছে না। প্রকল্পের আওতায় নিযুক্ত জনবল (মাঠকর্মী, প্রশিক্ষক) বর্তমানে প্রকল্প শেষ হওয়া বেকার রয়েছেন।	৫. উক্ত ওয়ার্ড সংসদসমূহকে নিবন্ধিত করে সমবায়ভিত্তিক কৃষি কার্যক্রম ও ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে প্রকল্পটির আওতায় নিযুক্ত (বর্তমানে বেকার) জনবলকে ব্যবহার করা যেতে পারে।
৬. Initiative for Development, Empowerment, Awareness and Livelihood (IDEAL)Project, Kurigram (1st Revised) প্রকল্পের ডিপিপি ও পিসিআর এ বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী ৫০০টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন (প্রতিটি ২০০০ টাকা করে) সরবরাহ করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তা পরিলক্ষিত হয়নি। অধিকন্তু পরিদর্শনকালে যেসকল স্যানিটারি ল্যাট্রিন পাওয়া গেছে সেগুলোও নিম্নমানসম্পন্ন হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে।	৬. এ বিষয়ে ডিপার্টমেন্টাল তদন্তপূর্বক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।
পানি সম্পদ সেক্টর:	
১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility study) ব্যতীত জিওবি প্রকল্প গ্রহণ করা;	১. সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নিরিখে প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;
২. DPP/TPP-তে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা;	২. DPP/TPP-তে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
৩. বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী করা;	৩. ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর বিষয়টি পরিহার করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে পরিচালকের বদলীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ/অনুমোদন ক্রমে বদলী করতে হবে;
৪. পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না দেওয়া;	৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসন মোতাবেক প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৫. প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক কোন কর্মপরিকল্পনা না থাকা;	৫. ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা রাখতে হবে;
৬. মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী	৬. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য

সমস্যা	সুপারিশ
সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা;	সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করতে হবে;
৭. কোন কোন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সিসি ব্লকের কিছু কিছু স্থানে ফাঁকা থাকা, ব্লক সরে যাওয়া, অব্যবহৃত ব্লক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।	৭. প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সিসি ব্লকের সকল ফাঁকা স্থান কংক্রিট দিয়ে বন্ধ করা প্রয়োজন তা না হলে নদীর পানিতে সিসি ব্লক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং যে উদ্দেশ্যে সিসি ব্লক স্থাপন করা হয়েছে তা পু রোপুরি ব্যর্থ হবে। এছাড়া সরে যাওয়া ব্লক ডিপিপি অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী স্থাপন করতে হবে এবং অব্যবহৃত ব্লকসমূহ স্তুপ আকারে জমা রাখতে হবে যেন আপদকালীন সময়ে তা জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;
৮. ভূমি অধিগ্রহণে সময়মত উদ্যোগ গ্রহণের অভাব এবং সময়ক্ষেপণ করা ;	৮. যথাসময়ে ভূমি অধিগ্রহণে র প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তা নিশ্চিত করা;
৯. প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম প্রকল্প শেষে পরিচালনা করার জন্য রাজস্ব বাজেটের অপ্রতুলতা;	৯. প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম প্রকল্প শেষে পরিচালনা করার জন্য রাজস্ব বাজেটে সংস্থান রাখতে হবে;
১০. সমাপ্ত প্রকল্পের Internal ও External অডিট দ্রুত সম্পাদন না করা;	১০. বছরভিত্তিক এক্সটার্নাল অডিট করে তা প্রকল্প মেয়াদেই নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
১১. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়া;	১১. প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে;
১২. আইএমইডি'র বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ না করা;	১২. উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।
শিল্প সেক্টর:	
১. প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে কোন ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করা হয়না ফলে প্রকল্প বার বার সংশোধন ও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে ব্যয় ও মেয়াদ উভয়ই বৃদ্ধি পায় যা কাঙ্খিত নয়।	১. ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে প্রকল্প ডিজাইন করা উচিত যাতে প্রকল্প সংশোধনের বিষয়টি পরিহার করা সম্ভব হয়।
২. প্রকল্প মেয়াদকালে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালকের বদলির কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়।	২. ভবিষ্যতে প্রকল্প মেয়াদকালের জন্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী অনুসরণীয় বিষয়গুলি বিবেচনায় নিতে হবে।
৩. পিসিআর অনুযায়ী সম্পাদিত অডিটে উত্থাপিত আপত্তিগুলি নিষ্পত্তি করা হয়নি।	৩. সম্পাদিত অডিটে উত্থাপিত আপত্তিগুলি নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বিদ্যুৎ সেক্টর:	
১. প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যাধিক বিলম্ব	১. প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

সমস্যা	সুপারিশ
২. কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত।	২. কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ বিশেষ করে নিম্নমানের পূর্ত কাজের জন্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৩. সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত।	৩. সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপিতর বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৪. প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্ত।	৪. বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৫. প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত।	৫. প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়াগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীনও ভবিষ্যতে প্রকল্পের জন্য সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণকালীন ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি উদ্যোগী বিভাগ হতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
৬. সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	৬. যথাযথভাবে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা না করে অপরিকল্পিতভাবে প্রকল্প গ্রহণের কারণে কখনো প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে বাস্তবসম্মত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা প্রয়োজন।
৭. উৎপাদনধর্মী ও সঞ্চালনধর্মী প্রকল্পের বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা	৭. বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজের গতির সাথে সমন্বয় করে গ্রীড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত হয়না বিধায় সময়মত পাওয়ার ইভ্যাকুয়েশন সুবিধা সৃষ্টি করা যায়না। উৎপাদনধর্মী ও সঞ্চালনধর্মী প্রকল্পের বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।
৮. ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব	৮. বিদ্যুৎ বিতরণধর্মী প্রকল্পে উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। বিশেষতঃ ভূমি অধিগ্রহণ কাজে বিলম্ব হয় বিধায় প্রকল্পের কাজের গতি ব্যাহত হয়। অতএব প্রকল্প অনুমোদনের শুরু থেকেই ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা বাঞ্চনীয়।

সমস্যা	সুপারিশ
৯. পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব।	৯. প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।
তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ সেক্টর:	
১. BAPEX এর কূপ খননে যথেষ্ট সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিদেশী সংস্থাতেক কূপ খননের কাজ দেওয়া হয়।	১. BAPEX এর কূপ খননে যথেষ্ট সক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় রিগসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি আছে। তাই ভবিষ্যতে কূপ খননে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান BAPEXকে সম্পৃক্ত করতে হবে।
২. পাশাপাশি একই জায়গায় বিভিন্ন কূপ খননের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যাতে অর্থের অপচয় হয়।	২. ভবিষ্যতে অন্য কোন উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে একই গ্যাস ক্ষেত্রে কয়েকটি কূপ একসাথে খনন করা যায় কিনা সে বিষয়ে সংস্থা ও মন্ত্রণালয়কে আগে থেকে পদক্ষেপ নিতে হবে। এতে অর্থের সাশএয় সম্ভব হবে।
পরিবহণ সেক্টর:	
১. যথাযথ সমীক্ষা ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ ও ব্যয় প্রাক্কলন করা।	১. প্রকল্প গ্রহণকালে পর্যাপ্ত সমীক্ষা ও বাস্তবভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে।
২. প্রকল্প অনুমোদনের পর টেন্ডার আহবান থেকে শুরু করে কার্যাদেশ প্রদান পর্যন্ত অধিক সময় ব্যয় হয়ে থাকে।	২. প্রকল্প অনুমোদনের পর পরই যথাসম্ভব দ্রুত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগপূর্বক ঠিকাদার নিয়োগ/ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
৩. জমি অধিগ্রহণ ও গাছ অপসারণসহ ইউটিলিটি শিফটিং এর কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময় লাগে। অর্থাৎ যথাসময়ে ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি শিফটিং না করতে পারায় বিনিয়োগ প্রকল্প নির্ধারিত মেয়াদ ও ব্যয়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভাবপর হয় না হয়।	৩. জমি অধিগ্রহণ, গাছ অপসারণ, ইউটিলিটি শিফটিং এর জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে বিনিয়োগ প্রকল্পটির ভৌত কাজ নির্ধারিত মেয়াদ ও ব্যয়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। অধিকন্তু ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে যথাযথ মনিটরিং এবং জেলা প্রশাসকের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।
৪. প্যাকেজসমূহের ঘন ঘন ভেরিয়েশন।	১৩. যথাযথ ফিজিবিলটি স্ট্যাডি এবং টেকনিক্যাল সার্ভের ভিত্তিতে প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গ ও পরিমাণ নির্ধারণ।
৫. অনুমোদিত মূল ডিপিপি'র তুলনায় অধিক সময় ও ব্যয়ে প্রকল্প সমাপ্ত করা।	১৪. অনুমোদিত মূল ডিপিপি'র কর্ম পরিকল্পনা প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ যথাযথভাবে শেষ করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৬. ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন ও পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকা।	১৫. প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যথাসম্ভব প্রকল্প পরিচালককে বদলী করা যাবেনা। প্রয়োজনে ছোট ছোট প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলীর পরিবর্তে নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক

সমস্যা	সুপারিশ
	হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।
৭. PCR প্রেরণের পূর্বে অধিকাংশ সময়ে External Audit সম্পন্ন না করা	১৬. প্রকল্পের সমাপ্তির সাথে সাথেই External Audit করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টর:	
১. Time over run: প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় এর প্রকৃত বাস্তবায়নকাল অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে। মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের চেয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ০৬ বছর ০৬ মাস সময় বেশী (১৩০%) ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার ফলে উপকারভোগীদের প্রকল্পের সুফল পেতে বিলম্ব ঘটেছে। Cost over run: প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় বাস্তবায়ন ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪৬১.৩৮ লক্ষ টাকা থাকলেও পরবর্তীতে তিন বার সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারিত হয় ৩৯৭৬৭.৬১ লক্ষ টাকা। আবার প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৩৮০১৫.৫৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকল্প ব্যয় ৯৫৫৪.১৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে (৩৩.৫৭%)। প্রকল্প প্রণয়নকালে যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যয় প্রাক্কলনে ঘাটতি ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।	১. প্রকল্প থেকে সঠিক সময়ে সুফল প্রাপ্তি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন/পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over run ও Cost over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত ব্যয়ে ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়;
২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা অনন্যা আবাসিক এলাকা ১ম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই ২য় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করে। ২য় পর্যায় প্রকল্পে উপরে গত ১১/১২/২০১৬ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গত ৩১/০১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে "অনন্যা আবাসিক এলাকার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়া হয়। ১ম পর্যায়ের কাজ শেষে আইএমইডি'র মূল্যায়ন ব্যতিরেকে ২য় পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণ করা সমীচীন হয়নি।	২. বিদ্যমান পরিপত্র মোতাবেক কোন উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় অনুমোদনের পূর্বে ১ম পর্যায়ের সমাপ্তি মূল্যায়ন এর সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে;
৩. পরিদর্শনে লক্ষ্য করা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে একট ফেরোসিমেন্ট ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় রামচন্দ্রপুর কালাকুমা গ্রামকে নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। এলাকাটি গাড়ো পাহাড়ের পাদদেশে ভোগাই নদীর পাড়ে অবস্থিত। এখানের নদী থেকে সহজে সংগ্রহ করা যায়। এখানে বালি ও পাথর সহজ লভ্য হওয়ায় এ এলাকায় ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তিতে গৃহ নির্মাণ অনেক সাশ্রয়ী হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মাটি বালিযুক্ত এবং এখানকার মাটি দিয়ে ইট প্রস্তুত করা সম্ভব নয় বিধায় আশে-পাশে কোথাও ইটের ভাটা নেই। ভবন নির্মণের জন্য অনেক দুর সংগ্রহ করতে গিয়ে জনগনকে বেশি মূল্যে ইট সংগ্রহ করতে হয়। তাই এসব এলাকায় গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তি ব্যবহার বেশি উপযোগী।	৩. গ্রামীন গৃহ নির্মাণে ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তি প্রয়োগের বিষয়ে জনসাধারণকে আরও উদ্বুদ্ধ করার জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/এইচবিআরআই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট থাকতে হবে। স্কুল ভবনের দেয়াল গুলো ব্লক হওয়ায় তুলানামূলকভাবে উল্লিখিত ভবনে গরম কম অনুভব হয়। ব্যয় সাশ্রয়ী, কম শ্রমসাধ্য ও টেকসই সম্পন্ন এ প্রযুক্তিতে গৃহ নির্মাণে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ প্রযুক্তিতে ভবন নির্মাণে কোন অসুবিধা নেই, বরঞ্চ তুলনামূলকভাবে এ প্রযুক্তিতে নির্মিত ভবনের ওজন তুলনামুলকভাবে কম হওয়ায় ভূমিকম্পনে এসব ভবনের তেমন ক্ষতি হয় না। তাই এ প্রযুক্তিতে ভবন নির্মাণের মাধ্যমে কৃষি জমির ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে এ প্রযুক্তিকে টেকসই করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ মন্ত্রণালয় গ্রহণ করবে;
৪. নিয়মিত পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন না করা : প্রকল্প দলিলে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের স্বার্থে বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)সভা ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনের সংস্থান থাকলেও নিয়মিতভাবে উক্ত সভাসমূহ আয়োজন করা হয়নি। ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জবাবদিহিতার অভাব ছিল এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে থেকে	**৪. ভবিষ্যতে** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের স্বার্থে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী পিআইসি ও ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে;

সমস্যা	সুপারিশ
যথাযথ দিক নির্দেশনা পায়নি।	
৫. রক্ষণাবেক্ষণের অভাব: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেনসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। এর ফলে ড্রেনসমূহ দিয়ে পানি নিষ্কাশিত না হয়ে ড্রেনে পানি জমে থাকছে। এছাড়াও প্রকল্পের প্ল্যান অনুসারে ড্রেনসমূহ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের খালে পতিত হচ্ছে। কিন্তু খাল দিয়ে নিয়মিতভাবে পানি নিষ্কাশিত না হলে ভবিষ্যতে পুরো ড্রেনেজ সিস্টেম অকার্যকর হতে পারে।	৫. প্রকল্পের প্ল্যান অনুসারে ড্রেনসমূহ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের খালে পতিত হচ্ছে। কিন্তু খাল দিয়ে নিয়মিতভাবে পানি নিষ্কাশিত না হলে ভবিষ্যতে পুরো ড্রেনেজ সিস্টেম অকার্যকর হতে পারে।
শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টর:	
‘‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (১ম পর্যায়)’’ (অক্টোবর ২০১০ -জুন ২০১৭)	
১.১ প্রকল্পের অনুকূলে বছর ভত্তিক প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না পাওয়া; ১.২ চুক্তি মোতাবেক কর্মপরিকল্পনার আলোকে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন না করা।	১.১ প্রকল্পের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং নির্মিত ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অতিশীঘ্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ১.২ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো নির্ধারিত নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে করে প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়; ১.৩ উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট কাজ সম্পদান করা; ১.৪ উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা; ১.৫ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপিতে সম্পাদন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
‘‘নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (সংশোধিত)’’ (জানুয়ারি ২০১৩- জুন ২০১৭)	
২.১ প্রকল্পের অবস্থান উপকূলীয় অঞ্চলে হওয়ার কারণে ভারী বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার কারণে বছরে বেশির ভাগ সময় বাস্তবায়ন কাজ বন্ধ থাকা;	“নোয়খালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজের

সমস্যা	সুপারিশ
২.২ চুক্তি মোতাবকে কর্মপরিকল্পনার আলোকে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন না করা।	কার্যাদেশ বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক বাতিল করার প্রেক্ষিতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হাইকোর্টে যাওয়ায় মহামান্য হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ প্রদান করে এবং সর্বশেষ গত ১২/০৮/২০১৮ তারিখে স্থগিতাদেশ বাতিল করে আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন । ফলে, প্রকল্পের ভৌত কাজ এখনও চলমান থাকায় ডিসেম্বর, ২০১৮ এ বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক পিসিআর প্রেরণ করবে মর্মে জানিয়েছে”।
‘‘মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” (জুলাই, ২০১৩-জুন, ২০১৭)	
৩.১ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি এবং নির্মিত অবকাঠামোর যথাযথভাব ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়নি। ৩.২ প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত সৃষ্ট সুবিধাদির পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়নি। ৩.৩ প্রকল্পে আওতায় স্থাপিত যন্ত্রপাতির সঠিক পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা তৈরী করা হয়নি । বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে স্থাপিত অবকাঠামো, সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণের অভাব।	৩.১ প্রকল্পের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং নির্মিত ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অতিশীঘ্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ৩.২ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো নির্ধারিত নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে করে প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়; ৩.৩ উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট কাজ সম্পদান করা; ৩.৪ উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা; ৩.৫ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপিতে সম্পাদন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী এ্যন্ড এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন” (জুলাই, ২০১৪-ডিসেম্বর, ২০১৬)	
৪.১ প্রকল্পের অনুকূলে বছর ভিত্তিক প্রযোজনীয় বরাদ্দ না পাওয়া; ৪.২ চুক্তি মোতাবেক কর্মপরিকল্পনার আলোকে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন না করা।	৪.১ ভৌত কাজের গুণগত মান বজায় রাখা , উন্নয়ন প্রকল্প সুষ্ঠু মনিটরিং তথা প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট প্রভাব নিরুপনের সুবিধার্থে ভবিষ্যতে

সমস্যা	সুপারিশ
	বিচ্ছিন্নভাবে ভৌত কাজের পরিকল্পনা পরিহার করে বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থা তথা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে সচেতনতা অবলম্বন করা; ৪.২ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো নির্ধারিত নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে করে প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় ; ৪.৩ উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট কাজ সম্পদান করা; ৪.৪ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্র, আফিস যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির স্টক রেজিস্ট্রার ও বিভিন্ন দপ্তরে বন্টনের রেজিস্ট্রার মোতাবেক সঠিক তালিকা আইএমইডি'তে প্রেরণ করা; ৪.৫ উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা; ৪.৬ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশোধন পরিপত্র, উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ব্যবহার নির্দেশিকা, আর্থিক ক্ষমতা অর্পন নীতিমালা অনুসরণের বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তথা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নিশ্চিত করা; ৪.৭ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপিতে সম্পাদন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ৭ মার্চ ভবনের অবশিষ্টাংশ নির্মাণ'' (জানুয়ারি, ২০১৫- জুন, ২০১৭)	

সমস্যা	সুপারিশ
৫.১ প্রকল্পের আওতায় সার্বিক পরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ না করা; ৫.২ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত আইটেমের (ভৌত কাজের) সংস্থানকৃত ব্যয় অপেক্ষা অধিক মূল্যে কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে (পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী) সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি এবং পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণ না করা; ৫.৩ প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে আইটেমওয়ারী প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রত্যেকটি'র বিপরীতে শতভাগ (১০০%) অগ্রগতি প্রদর্শন করা।	৫.১ ভৌত কাজের গুণগত মান বজায় রাখা, উন্নয়ন প্রকল্প সুষ্ঠু মনিটরিং তথা প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট প্রভাব নিরুপনের সুবিধার্থে ভবিষ্যতে বিচ্ছিন্নভাবে ভৌত কাজের পরিকল্পনা পরিহার করে বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থা তথা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে সচেতনতা অবলম্বন করা; ৫.২ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত আইটেমের (ভৌত কাজের) সংস্থানকৃত ব্যয় অপেক্ষা অধিক মূল্যে কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে (পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী) সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি এবং পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি না সে বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক খতিয়ে দেখে আইএমইডি'কে অবহিত করা; ৫.৩ প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে আইটেমওয়ারী প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রত্যেকটি'র বিপরীতে শতভাগ (১০০%) অগ্রগতি প্রদর্শন করা হয়েছে যা আপাতঃদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয় না। এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ তথা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ৫.৪ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহের টেকসই নির্মাণ নিশ্চিত করার নিমিত্ত দরজা জানালায় ব্যবহৃত কাঠের মান বজায় রাখা, বাথরুম ও টয়লেটের ফিটিংস মান সম্পন্ন কি না তা নিশ্চিত করা এবং ফিনিশিং কাজসহ সামগ্রিকভাবে কাজগুলো কার্যাদেশ মোতাবেক নির্ধারিত মান অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি বাস্তবায়নকারী সংস্থা'র প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজ সম্পাদনকালীন সময়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা; ৫.৫ প্রকল্পের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং নির্মিত ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অতিশীঘ্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ৫.৬ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো নির্ধারিত নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানান্তরের পদক্ষেপ

সমস্যা	সুপারিশ
	গ্রহণ করা যাতে করে প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়; ৫.৭ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট কাজ সম্পাদন করা; ৫.৮ ইউজিসি, মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প চলাকালীন সময়ে পরিদর্শনপূর্বক যে সমস্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে তার সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করা; ৫.৯ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির স্টক রেজিস্ট্রার ও বিভিন্ন দপ্তরে বন্টনের রেজিস্ট্রার মোতাবেক সঠিক তালিকা আইএমইডি'তে প্রেরণ করা; ৫.১০ উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা; ৫.১১ আইএমইডি'র পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন আইএমইডি'তে প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর ১৩ মাস পর গত ০১/০৮/২০১৮ তারিখে পাওয়া গেছে। সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন ও এর প্রভাব নিরুপনের সুবিধার্থে ভবিষ্যতে সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থা তথা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আইএমইডি'তে প্রেরণে সতর্কতা অবলম্বন করা; ৫.১২ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশোধন পরিপত্র উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ব্যবহার নির্দেশিকা, আর্থিক ক্ষমতা অর্পন নীতিমালা অনুসরণের বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তথা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নিশ্চিত করা;

সমস্যা	সুপারিশ
	৫.১৩ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপিতে সম্পাদন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা; ৫.১৪ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শক্তিশালীকরণ" (জানুয়ারি, ২০১৩- জুন, ২০১৭)	
৬.১ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি এবং নির্মিত অবকাঠামোর যথাযথভাব ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়নি; ৬.২ প্রকল্পের নির্ধারতি লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত সৃষ্ট সুবিধাদির পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়নি; ৬.৩ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্র, আফিস যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির স্টক রেজিস্ট্রার ও বিভিন্ন দপ্তরে বন্টনের রেজিস্ট্রার মোতাবেক সঠিক তালিকা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি; ৬.৪ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাস্তবায়িত সকল উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপিতে সম্পাদন না করা।	৬.১ প্রকল্পের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং নির্মিত ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অতিশীঘ্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ৬.২ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো নির্ধারিত নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে করে প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়; ৬.৩ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্র, আফিস যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির স্টক রেজিস্ট্রার ও বিভিন্ন দপ্তরে বন্টনের রেজিস্ট্রার মোতাবেক সঠিক তালিকা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা; ৬.৪ উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা; ৬.৫ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন, প্রক্রিয়াকরণ ও সংশোধন পরিপত্র, উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ব্যবহার নির্দেশিকা, আর্থিক ক্ষমতা অর্পন নীতিমালা অনুসরণের বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়

সমস্যা	সুপারিশ
	মঞ্জুরী কমিশন তথা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নিশ্চিত করা; ৬.৭ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপিতে সম্পাদন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা;
"Development of Stress Tolerant Peanut (Arachis hypogaea L) Breeding Lines Using Modern Biotechnology (Second Revised)" (জুলাই, ২০০৮-জুন, ২০১৭)	
৭.১ গবেষণাধর্মী প্রকল্প হওয়ার কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশগত অবস্থা বিবেচনায় এনে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে; ৭.২ প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে গবেষণাসহ সামগ্রীক কার্যক্রম পরিচালনার সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত প্রকল্পের সংশোধন করা হয়েছে।	৭.১ প্রকল্পটির অনুমোদিত ২য় সংশোধীত টিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি আইটেমওয়ারী শতভাগ দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের প্রত্যেকটি আইটেমের বিপরীতে শতভাগ আর্থিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সুষ্ঠু পর্যালোচনা করে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরকে সত্বর অবহিত করতে হবে ; ৭.২ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত গবেষণা কার্যক্রমের বিষয়ে টিপিপিতে উল্লেখ রয়েছে । কিন্তু এই অংগটি সম্পূর্ণরুপে বাস্তবায়ন করা হয়নি। ভবিষ্যতে এসব ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে এবং যেকোন কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীর সমন্বয়ে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি মূল্যায়ন-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে । প্রয়োজনে বেইজলাইন সার্ভের ব্যবস্থা রাখতে হবে; ৭.৩ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার আরো বেশি Effective করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। আর প্রকল্প সাহায্য দিয়ে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে Supply Driven না হয়ে

সমস্যা	সুপারিশ
	Demand Driven এর বিষয়টি নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় /বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে; ৭.৪ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পিএইচডি পর্যায়ের ০২টি গবেষণা কার্যক্রমসহ কৃষি পণ্যের ব্রিডিং লাইন উন্নয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এসব গবেষণার মাধ্যমে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে তা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্যোগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ গ্রহণ করবে;
“সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫টি উপজেলা সদরে অবস্থিত নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল বিদ্যালয়ে রুপান্তর (২য় সংশোধিত)” (জানুয়ারি, ২০০৯-জুন, ২০১৭)	
৮.১ উচ্চ আদালতে রিট পিটিশনের কারনে নির্বাচিত ৫টি বিদ্যালয়ে পূর্তকাজ ও আসবাবপত্র সরবরাহ এবং ৩টি বিদ্যালয়ে বই, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, খেলার সামগ্রী সরবরাহসহ কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপণ করা সম্ভব হয়নি মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। ৮.২ পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার সার্বিক গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে টিচিং লার্নিং সুযোগ-সুবিধা প্রদান, অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রভৃতির বিষয় কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়নি মর্মে জানা যায়; ৮.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শহর ও গ্রাম অঞ্চলের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য হ্রাসের পরিমাণ বিষয়ক কোন সমীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য পিসিআরএ উল্লেখ নেই।	৮.১ পরিদর্শিত রামসুন্দর অগ্রগামী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, মঙ্গল চন্ডি নিশিকান্ত মডেল উচ্চ বিদ্যালয় এবং টেকনাফ মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়সহ দেশব্যাপি প্রকল্পের আওতায় প্রদেয় কম্পিউটার ল্যাব ও অন্যান্য বিভিন্ন আইটি ইকুপমেন্টসমূহ বিশেষ করে যেগুলোর ওয়ারেন্টি পিরিয়ড রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে বিক্রয়োত্তর সেবা প্রাপ্তির নিমিত্ত বাস্তবায়নকারী সংস্থা যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে; ৮.২ আলোচ্য প্রকল্পসহ সমজাতীয় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদেয় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, কম্পিউটার ল্যাব, নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য আইটি ইকুইপমেন্টগুলোর যথাযথ ও নিরবিচ্ছিন্ন ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যবহার গাইডলাইন প্রণয়নসহ এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও ট্রাবলসুটিং এর জন্য অন্ততঃ উপজেলা পর্যায় হতে কোন টেকনিক্যাল সেবা দেয়া যায় কিনা তা বিবেচনাপূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে; ৮.৩ পরিদর্শিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে প্রদেয় আসবাবপত্র বিশেষ করে শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চগুলোতে নিম্নমানের কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে আরও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন;

সমস্যা	সুপারিশ
	৮.৪ প্রকল্পের আওতায় শ্রেণিকক্ষের জন্য প্রদেয় ৪ ফিট দৈর্ঘ্যের বেঞ্চগুলোতে শিক্ষার্থীদের বসার বিশেষ করে পরীক্ষার সময়ে শিক্ষার্থীদের সংকুলানে অসুবিধা হচ্ছে মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়। পাশাপাশি, হাই বেঞ্চগুলোর সম্মুখভাগের পার্শ্বে অতিরিক্ত একটি কাঠ (তক্তা) যুক্ত করলে বেঞ্চটির নিচের ভাগটা সেলফ্ হিসেবে শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করতে পারতো বলে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়টি ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্পে শ্রেণিকক্ষের জন্য ৬ ফিট বা উপযুক্ত দৈর্ঘ্যের এবং হাই বেঞ্চগুলোতে সেলফ্ সুবিধা যুক্তপূর্বক প্রদানের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে; ৮.৫ পরিদর্শিত দীননাথ ইনস্টিটিউশনে প্রদেয় কম্পিউটার/আইটি ল্যাবের সকল একসেসরীজ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরগুলো দীর্ঘ প্রায় ০২ বছর ধরে **(**পরিদর্শনকাল পর্যন্ত**)** সেট-আপ না করায় ব্যবহৃত হচ্ছে না। এতে করে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহতসহ প্রকল্পের উপযোগিতা পেতে বিলম্ব হচ্ছে। পরিদর্শিত দীননাথ ইনস্টিটিউশনসহ প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানে প্রদেয় কম্পিউটার/আইটি ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্পে এ ধরণের আইটি ইকুইপমেন্ট প্রদানের ক্ষেত্রে চাহিদাভিত্তিক বিবেচনায় বিদ্যালয় নির্বাচন করা প্রয়োজন; ৮.৬ পরিদর্শিত লৌহজং মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় এবং টেকনাফ মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় যথাক্রমে কোন প্রকার খেলাধুলা সামগ্রী, বইপত্র এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি পায়নি বলে পরিদর্শনে জানা যায়। প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত সকল ইকুইপমেন্ট ও অন্যান্য মূলধন অঙ্গ বরাদ্দ অনুযায়ী নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহ পেয়েছে কিনা এ বিষয়টি জরিপপূর্বক প্রশাসনিক

সমস্যা	সুপারিশ
	মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে; ৮.৭ নির্মিত একাডেমিক ভবনের ডিজাইনে প্রতি তলার বারান্দায় সম্মুখভাগে কোন গ্রীল না দিয়ে খোলা রাখায় ভবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত বিশেষ করে ভবনে থাকা কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়াসহ অন্যান্য মূল্যবান ইকুইমেন্টের ক্ষতি সাধন হতে পারে মর্মে পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি, নির্মিত ভবনসমূহের লাইফ টাইম অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য রাখার জন্য নিদিষ্ট সময়ান্তে মেরামত ও সংস্কারের উপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন; ৮.৮ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার সার্বিক গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে টিচিং লার্নিং সুযোগ-সুবিধা প্রদান, অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়নি মর্মে জানা যায় । প্রকল্পের উদ্দেশ্যে এ বিষয়গুলো রেখে প্রাক্কলিত ব্যয়ে কোন বরাদ্দ না রাখার যৌক্তিকতা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইএমইডি'কে অবহিত করবে; ৮.৯ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শহর ও গ্রাম অঞ্চলের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য হ্রাসের পরিমাণ বিষয়ক কোন সমীক্ষা পরিচালনা করে সমীক্ষার ফলাফল আইএমইডি'র সঙ্গে শেয়ার করা যেতে পারে।
এস্টাবলিশমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টারস-২ (এফএলটিসি-২) (২য় সংশোধিত) (আগস্ট, ২০১২ –মার্চ, ২০১৭)	
৯.১ বাস্তবায়িত আলোচ্য এ প্রকল্পের আওতায় বিদেশী ভাষা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়নি। প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ১৫,০০০ জনের বিপরীতে ১৩,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ভাষায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে (বাস্তব অগ্রগতি ৮৬.৬৭%)। এছাড়া, ম্যানুয়াল তৈরি ও মূদ্রণের ক্ষেত্রেও ৫টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩টি প্রণয়ন ও মূদ্রণ করা হয়েছে (বাস্তব অগ্রগতি ৬০.০০%)। ফ্রেঞ্চ ও স্পেনিশ প্রশিক্ষণ কোর্সবুক প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি মর্মে পরিদর্শনে জানা যায়; ৯.২ বিদেশী ভাষায় প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো Beginner ও Advanced	৯.১ ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ শতভাগ অর্জন করার লক্ষ্যে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের আরও যত্নবান হতে হবে। ৯.২ স্থাপিত বিদেশী ভাষায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন কোর্সগুলোতে Beginner ও Advanced learner দুটি আলাদা গ্রুপে পরিচালনা করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে

সমস্যা	সুপারিশ
learner দুটি আলাদা গ্রুপে পরিচালনা করলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও কার্যকরী হতো বলে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে আলাদা গ্রুপ না করে একত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়ায় Beginner দের বেগ পেতে হয়েছিল মর্মে পরিলক্ষিত হয়;	পারে।
৯.৩ বাস্তবায়িত প্রকল্পটির আওতায় স্থাপিত ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারে প্রদেয় ল্যাব ইকুইপমেন্ট ও নেটওয়ার্কের Troubleshooting এর জন্য উপযুক্ত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে, পরিদর্শিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রদেয় ল্যাব ইকুইপমেন্ট ও নেটওয়ার্কের কারিগরিগত সমস্যা প্রতীয়মান হয়;	৯.৩ বাস্তবায়িত প্রকল্পটির আওতায় স্থাপিত ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারে প্রদেয় ল্যাব ইকুইপমেন্ট ও নেটওয়ার্কের বিদ্যামান কারিগরিগত সমস্যাসমূহ সমাধান/মেরামতের নিমিত্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৯.৪ বিদেশী ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থাপিত বিদেশী ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকা বাঞ্চনীয়। কেননা স্থাপিত কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান না থাকলে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত স্টাফ/ট্রেইনারদের অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে না লাগানোসহ প্রদেয় ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র ও অন্যান্য স্থাপনা প্রভৃতি অব্যবহৃত অবস্থায় থেকে সময়ান্তে বিনষ্ট হয়ে যাবে মর্মে পরিলক্ষিত হয়। যা বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও সরকারি অর্থের যথার্থ ব্যবহার ব্যাহত হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;	৯.৪ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত স্টাফ/ট্রেইনারদের অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোসহ প্রদেয় ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র ও অন্যান্য স্থাপনা প্রভৃতি যাতে অব্যবহৃত অবস্থায় থেকে বিনষ্ট হয়ে না যায় তা বিবেচনাপূর্বক স্থাপিত বিদেশী ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখার লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৯.৫ আলোচ্য এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরবর্তী স্থাপিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা/পরিকল্পনার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্প যথাযথ Exit Plan/Strategy -এর অভাব ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়;	৯.৫ ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী কার্যক্রমসমূহ চলমান রাখার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা/পরিকল্পনা তথা প্রকল্পের যথাযথ **Exit Plan/Strategy** এর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।
৯.৬ বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ভাষাগত দক্ষতা বাংলাদেশী কর্মীদের সুনাম ও রেমিটেন্সের প্রবাহ বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলবে তা অনুমেয়। তাই এক্ষেত্রে বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ/সার্টিফিকেট অর্জনের আবশ্যিকতার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা প্রযোজন। এতে করে আলোচ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্য ত্বরান্বিত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বিদেশী ভাষা ওপর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থী পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ/সার্টিফিকেট অর্জনের আবশ্যিকতা না থাকায় আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য বিদেশী ভাষার প্রশিক্ষণার্থী কম পরিলক্ষিত হয়েছে;	৯.৬ বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ/সার্টিফিকেট অর্জনের আবশ্যিকতার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা যেতে পারে। এতে করে বিদেশগামী কর্মীরা সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা শিখতে আরও আগ্রহী হবে, যা বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কর্মীদের দক্ষতার একটি অন্যতম পরিমাপক হিসেবে কাজ করবে বলে মনে হয়।
৯.৭ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ (এসএসসি/সমমান) এবং সবার জন্য উন্মুক্ত হলেও যথাযথ প্রচারণার অভাবে মুলতঃ অধ্যয়নরত কলেজ শিক্ষার্থীরাই স্থাপিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়। যেখানে বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে নন-স্টুডেন্টরাও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সবার জন্য এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্মুক্তের বিষয়টি কেন্দ্রীয় ও সেন্টার ভিত্তিক যথাযথ প্রচারণার প্রয়োজন ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।	৯.৭ স্থাপিত বিদেশী ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি আগ্রহী নন-স্টুডেন্টদেরও গুরুত্ব প্রদান করা বাঞ্চনীয়। এ লক্ষ্যে সবার জন্য ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্মুক্তের বিষয়টি কেন্দ্রীয় ও সেন্টার ভিত্তিক যথাযথ প্রচারণার নিমিত্ত বাস্তবায়নকারী সংস্থাসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সমস্যা	সুপারিশ
"Establishment of Upazila ICT Training and Resource Center for Education (UITRCE)" (আগস্ট, ২০১০-জুন, ২০১৭)	
১০.১ এ পর্যন্ত ১২৫ টি উপজেলায় UIRTCE কেন্দ্র নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। যে সকল উপজেলায় UIRTCE কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়নি ঐ সকল উপজেলার শিক্ষকগণের জন্য পার্শ্ববর্তী/ দূরবর্তী অন্য উপজেলায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় হতে UIRTCE কেন্দ্র দূরে হওয়ায় তারা দৈনিক প্রশিক্ষণ শেষে যাওয়া-আসা কষ্টসাধ্য বলে প্রশিক্ষণে যোগ দিতে গড়িমসি করেন। শিক্ষকবৃন্দ ও কর্মকর্তাদের দাবী পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় UIRTCE কেন্দ্র নির্মাণ করা হলে এ সমস্যা থেকে উত্তোরণ হবে ; ১০.২ সার্ভারের ইউপিএস-এর ব্যাটারি ব্যাকআপ কম থাকায় বিভিন্ন সময় কম্পিউটার ব্যবহারে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় ; ১০.৩ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ মেয়াদ (৬০ ঘন্টা ব্যাপী, ১৫ দিন) অপ্রতুল এবং সম্মানি ভাতা কম ; ১০.৪ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার/ আইসিটি ল্যাব না থাকায় আইসিটিতে প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণ তা যথাযথ প্রয়োগ করতে পারছেন না ; ১০.৫ ইন্টারনেট স্পিড কম থাকায় ইন্টারনেট সার্ভিস সুবিধা পেতে বিভিন্ন সময় ভোগান্তির শিকার হতে হয় ; ১০.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস মনিটর করার জন্য UIRTCE সেন্টারে নিয়োজিত সহকারী প্রোগ্রামারদের সম্পৃক্ততা নেই। যার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস মনিটর করা তাদের পক্ষ্যে সম্ভব হচ্ছে না ; ১০.৭ অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত শিক্ষকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অবমুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকগণ গড়িমসি করে থাকেন যে কারণে মনোনীত শিক্ষকগণ যথাসময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন না ; ১০.৮ UIRTCE সেন্টারসমুহে স্থাপিত কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংক্রান্ত যন্ত্রপাতিসমূহ মেইনটেইনেন্স ও সার্ভিসিং করার জন্য উপজেলা ভিত্তিক দক্ষ জনবল না থাকায় কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংক্রান্ত যন্ত্রপাতিসমূহ মেইনটেইনেন্স ও সার্ভিসিং সম্ভব হচ্ছে না ; ১০.৯ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের বরাদ্দের জিওবি অংশের অবমুক্তকৃত ১১০২৭.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৯৭৭৬.৪৭ লক্ষ টাকা । অবশিষ্ট অব্যয়িত মোট ১২৫০.৫৩ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে কি-না এ সংক্রান্ত তথ্য পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়নি ; ১০.১০ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত যানবাহনটি সরকারী পরিবহন পুলে জমা	১০.১ দেশের সকল উপজেলায় কর্মরত সকল পর্যায়ের শিক্ষকগণের আইসিটি/কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় UIRTCE কেন্দ্র নির্মাণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে; ১০.২ UIRTCE সেন্টারে প্রদেয় প্রশিক্ষণের মেয়াদ এবং প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের সম্মানী বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ; ১০.৩ পর্যায়ক্রমে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার/ আইসিটি ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ; ১০.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস মনিটর করার জন্য UIRTCE সেন্টারে নিয়োজিত সহকারী প্রোগ্রামারদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে; ১০.৫ প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত শিক্ষকদের যথাযথ কারণ ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অবমুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে । এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক বা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কোন অনীহা থাকলে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ১০.৬ UIRTCE সেন্টারসমুহে স্থাপিত কম্পিউটার, কম্পিউটার সংক্রান্ত যন্ত্রপাতিসমূহ এবং এসি, জেনারেটরসহ সকল যন্ত্রপাতি মেইনটেইনেন্স ও সার্ভিসিং করার জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; ১০.৭ প্রকল্প বরাদ্দের জিওবি অংশের অব্যয়িত মোট ১২৫০.৫৩ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের তথ্য-প্রমাণাদী আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে; ১০.৮ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত যানবাহনটির ব্যবস্থাপনা প্রকল্প সমাপ্তির পর Exit Plan মোতাবেক নিষ্পত্তি করা হয়েছে কি-না সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ খতিয়ে দেখে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;	

সমস্যা	সুপারিশ
প্রদান করা হয়েছি কি-না এ সংক্রান্ত তথ্য পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়নি ; এবং ১০.১১ UIRTCE সেন্টারে শিক্ষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালু রাখার জন্য যথাসময়ে অর্থ বরাদ্দ না দেয়ায় প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম বন্ধ থাকে।	১০.৯ UIRTCE সেন্টারের প্রশিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে যাতে তারা যুগোপযোগী আইসিটি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে শিক্ষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণে তা প্রয়োগ করতে পারে ; ১০.১০ UIRTCE সেন্টারে শিক্ষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালু রাখার জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং ১০.১১ পরিদর্শনকালীন নব নির্মিত UIRTCE ভবনসমূহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজানো গোছানো দেখা গেছে। কিন্তু পরবর্তীতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকলে এবং নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যদি মনোযোগী না হয় তবে এ অবস্থা ধরে রাখা সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় প্রশাসনকে নিবীড় তদারকির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
”বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের গাইড হাউজ এবং কালিয়াকৈরের বাড়ৈপাড়াস্থ গার্ল গাইডস ক্যাম্পের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” (জানুয়ারী, ২০১২-জুন, ২০১৭)	
১১.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মাল্টিপারপাস ১০ তলা ভবনটি নির্মাণের স্থানে বিদ্যমান ১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে প্রকল্প সাইট গার্ল গাইড কর্তৃপক্ষ ঠিকাদারকে যথাসময়ে হস্তান্তর করতে পারেনি। ফলে সময়মত নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় বাড়ৈপাড়ায় নির্মিত ডরমেটরী ভবনের জায়গাও বন বিভাগ কর্তৃক হস্তান্তর না করার কারণে গার্ল গাইড কর্তৃপক্ষ প্রকল্প সাইট ঠিকাদারকে যথাসময়ে বুঝিয়ে দিতে পারেনি। এ কারণে নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি;	১১.১ বেইলী রোডে গার্ল গাইডের ১০ তলাবিশিষ্ট নির্মিত মাল্টিপারপাস ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের নীচে বেইজমেন্টে ১৬টি গাড়ী রাখার উপযোগী পার্কিং স্পেস নির্মাণ করা হয়েছে যা মূল অনুমোদিত ডিপিপি/নক্সায় ছিল না। এছাড়া মূল অনুমোদিত ডিপিপি-তে ভবনের রিটেইনিং দেয়াল ও র্যাম্পের সংস্থান না থাকার কারণে সংশোধিত ডিপিপি-তে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আরডিপিপি-তে ১টির পরিবর্তে ২টি লিফট ও ৩০০ কেভিএ এর পরিবর্তে ৫০০ কেভিএ এর বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনের সংস্থান রাখা হয়। ডিপিপি প্রণয়ণকালে বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রকল্পের অঙ্গসমূহ নির্ধারণ না করার কারণে এরুপ হয়েছে। যে কারণে ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হয় এবং বাস্তবায়ন বিঘ্নিত ও বিলম্বিত হয়। ভবিষ্যতে সঠিক বাস্তবতা ও চাহিদার ভিত্তিতে ডিপিপির অঙ্গ নির্ধারণ বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে; ১১.২ ১০ তলা ভবনটি নির্মাণের স্থানে বিদ্যমান ১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে প্রকল্প সাইট গার্ল

সমস্যা	সুপারিশ
	গাইড কর্তৃপক্ষ ঠিকাদারকে যথাসময়ে হস্তান্তর করতে পারেনি। ফলে সময়মত নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের বাড়ৈপাড়ার নির্ধারিত জায়গাও বন বিভাগ কর্তৃক যথাসময়ে হস্তান্তর না করার কারণে গার্ল গাইড কর্তৃপক্ষ প্রকল্প সাইট ঠিকাদারকে বুঝিয়ে দিতে পারেনি। এ কারণে নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে ভূমি হস্তান্তর/দখল সংক্রান্ত সকল জটিলতা নিরসনপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় হবে । প্রকল্পের জন্য নিস্কন্টক জমি নির্বাচনের জন্য বিবেচনা করা সমীচীন হবে; ১১.৩ প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর পরও মাল্টিপারপাস ভবনের জন্য প্রকল্পের আওতায় ৩০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংগৃহীত আসবাবপত্রসমূহের ইনভেন্ট্রি তৈরী করা হয়নি বিধায় অবিলম্বে ইনভেন্ট্রি প্রণয়ণপূর্বক আসবাবপত্রসমূহের দৃশ্যমান জায়গায় প্রকল্পের নাম ও ইনভেন্ট্রি নম্বর প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৮.১.৫) ; ১১.৪ মাল্টিপারপাস ভবনের জন্য প্রকল্পের আওতায় ৩০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংগৃহীত আসবাবপত্র প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর পরও কেন স্থাপনপূর্বক নির্ধারিত ডে-কেয়ার সেন্টার ও অনাথ আশ্রম চালু করা হয়নি সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগ খতিয়ে দেখে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ১১.৫ আরডিপিপির সংস্থান অনুসারে কালিয়াকৈরের বাড়ৈপাড়ায় ৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা ডরমেটরী ভবন নির্মাণ, ২০টি টয়লেট ও বাথরুম নির্মাণ, গার্ড শেড/গার্ড হাউজ নির্মাণ, ১১৮৪ রানিং মিটারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ১টি গভীর নলকূপ স্থাপন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ৫০০ কেভিএ এর ১টি বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্ণিত ৬টি অঙ্গই আরডিপিপির প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা কম ব্যয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে পিসিআর সূত্রে জানা যায়। অর্থাৎ সঠিক বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে সঠিক বাস্তবতার ভিত্তিতে ডিপিপির অঙ্গের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণে বাস্তবায়নকারী সংস্থা যত্নবান হবে; ১১.৬ প্রকল্পের আওতায় বাড়ৈপাড়ায় ৫০০ কেভিএ এর ১টি বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। তবে বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থা হিসাবে প্রকল্পে জেনারেটরের সংস্থান রাখা হয়নি। উক্ত স্থাপনায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখার স্বার্থে গার্ল গাইডের নিজস্ব অর্থায়নে জেনারেটর

সমস্যা	সুপারিশ
	স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; ১১.৭ আরডিপিপি অনুসারে ডরমেটরী ভবনের ১১৮৪ রানিং মিটারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের সংস্থান ছিল। তবে পিসিআর এর সূত্রমতে এবং পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে ৭৩৮.৩৪ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২১৭ রানিং মিটার ইটের গাঁথুনী দ্বারা এবং ৫২১.৩৪ রানিং মিটার কাঁটা তার দ্বারা সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৪৫.৬৬ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর কেন নির্মাণ করা হয়নি সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ১১.৮ প্রকল্পটির একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গার্ল গাইড এসোসিয়েশনের মূল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনার মাধ্যমে মেয়ে, তরুণী ও নারী নেত্রীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি। কিন্ত এ সংক্রান্ত কোন তথ্য পিসিআর এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। গার্ল গাইড এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কতজনকে এ যাবৎ এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং কতজন নারী নেত্রী সমাজে এ বিষয়ে অবদান রেখেছেন সে সংক্রান্ত কোন ডাটা বেইজ তৈরী করা না হয়ে থাকলে তা তৈরী করার জন্য অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১০(গ) ; ১১.৯ প্রকল্পটির অভ্যন্তরীণ ও এক্সটারনাল অডিট সম্পাদন সংক্রান্ত তথ্য পিসিআর এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পটির কোন অডিট সম্পন্ন হয়নি যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী হিসাবে বিবেচিত । প্রকল্প মেয়াদে অভ্যন্তরীণ ও এক্সটারনাল অডিট কেন সম্পাদিত হয়নি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে; ১১.১০ পিসিআর এ ১০ তলা মাল্টি পারপাস ভবন ও বাড়ৈপাড়ায় ৪ তলা ডরমেটরী ভবন নির্মাণ বিষয়ে প্রকিউরমেন্ট ছকে দরপত্র খোলার তারিখ, ঠিকাদারের নাম ও পরিশোধিত মূল্য সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়নি। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে উক্ত তথ্য অবহিতপূর্বক পরবর্তী পর্যায়ে এ সকল তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে সম্পূর্ণ প্রকিউরমেন্ট তথ্য প্রদান বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সজাগ থাকতে হবে।
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সেক্টর:	
১. জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্ট আয়োজনের জন্য ভেন্যু	**১.** ভবিষ্যতে রাজস্ব প্রকৃতির কার্যক্রম

সমস্যা	সুপারিশ
সংস্কার ও মেরামতের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। স্টেডিয়ামের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বাৎসরিক বরাদ্দকৃত অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় কম বিধায় স্টেডিয়ামের এতবড় অবকাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। ফলে টূর্ণামেন্ট আয়োজনের সময় বিশেষ করে আর্ন্তজাতিক যেকোন টূর্ণামেন্টের সময় সাময়িক কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামতের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় যা পরবর্তীতে টেকসই হয়না।	বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রাপ্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।
২. প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর ১ মাস পর প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ ফেরতদানের বিষয়টি আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থি।	২. প্রকল্প সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদানের বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে এ জাতীয় কার্যাবলী অনুসরণ পরিহার করতে হবে।
৩. বাস্তবায়িত প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করা হয় না।	৩. জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নপূর্বক অডিট রিপোর্ট আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।
৪. আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর গত ৩ (তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত সময়ের মধ্যে পিসিআর প্রেরণ না করা এবং পিসিআর এর সকল তথ্য সঠিকভাবে পূরণ না করা।	৪. পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ভূল তথ্য সম্বলিত পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।
স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণসেক্টর:	
স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসুচি (এইচপিএনএসডিপি) (৩২টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত)	
• স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসুচি (এইচপিএনএসডিপি) মোট ৩২টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। ৩২টি অপারেশনাল প্ল্যান ১) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (৫টি), ২) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (১৭টি), ৩) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর (৭টি), ৪) নার্সিং সেবা ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর (১টি), ৫) নিপোর্ট (১টি), ৬) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর (১টি)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন করেছে। বর্ণিত সংস্থাসমূহ ১৯৯৮ সাল থেকে সেক্টর প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। সেক্টর প্রোগ্রাম বাস্তবায়নকালে এবং বাস্তবায়নোত্তর সময়ে প্রোগ্রামের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে (আইএমইডি) প্রেরণ এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণে দূর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। • প্রতিটি সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, গাড়ি ইত্যাদি সংগ্রহ করা হলেও তার সঠিক পরিসংখ্যান ও	• পরবর্তি সেক্টর প্রোগ্রাম বাস্তবায়নকালে এবং বাস্তবায়নোত্তর সময়ে প্রোগ্রামের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রণয়ন, পিসিআরসহ সকল প্রতিবেদন আইএমইডি প্রেরণ এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

সমস্যা	সুপারিশ
ব্যবহার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়নি। • প্রতিটি সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় বিভিন্ন ধরণের নতুন স্থাপনা নির্মাণ ও পূণঃনির্মাণ এবং শয্যাসংখ্যা উন্নীতকরণ করা হলেও ঐসকল স্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান যথা সময়ে করা হয়নি। ফলে নির্মিত স্থাপনা হতে ঈপ্সীত সেবা প্রদান ব্যহত হয়েছে। • সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের সংস্থান এবং জনবলের পদ সৃজন ও পদায়ন এই বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে। • প্রশিক্ষণ, সমীক্ষা ও গবেষণাখাতে বিভিন্ন অপারেশনাল প্ল্যানে বিচ্ছিন্নভাবে অর্থের ব্যবহার হয়েছে এবং এসকল প্রশিক্ষণ, সমীক্ষা ও গবেষণার প্রকৃত সুফল সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়নি।	• সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, গাড়ি ইত্যাদি সংগ্রহ করা হ য় তার সঠিক পরিসংখ্যান ও ব্যবহার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে; • সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় বিভিন্ন ধরণের নতুন স্থাপনা নির্মাণ ও পূণঃনির্মাণ এবং শয্যাসংখ্যা উন্নীতকরণ করার পূর্বে ঐসকল স্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের পদ ও সংখ্যা নিরূপন করে পদ সৃজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে নির্মিত স্থাপনা হতে ঈপ্সীত সেবা প্রদান ব্যহত না হয়; • সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের সংস্থান এবং জনবলের পদ সৃজন ও পদায়ন এই বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করতে হবে; • সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় সকল প্রশিক্ষণ, সমীক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম বিভিন্ন অপারেশনাল প্ল্যানে বিচ্ছিন্নভাবে না রেখে নির্দিষ্ট একটি বা দু'টি অপারেশনাল প্ল্যানে রাখা যেতে পারে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, সমীক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়টি ভবিষ্যতে বিবেচনা করা যেতে পারে।
ওয়ান হেলথ ফেলোশিপ ইন্টিগ্রেটিং এডুকেশন এন্ড একশন ফর ওয়ান হেলথ ইন বাংলাদেশ	
• প্রকল্পটি সম্পর্কে কোন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকল্প পরিচালক বা বাস্তবায়নারী সংস্থার পক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি। বার বার তাগিদ, আইএমইডি'র সচিব মহোদয় কর্তৃক ডিও পত্র প্রেরণ এবং আইইডিসিআর এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে বার বার ব্যক্তিগত যোগাযোগের পরও পিসিআর পওয়া যায়নি। এটি মোটেও কাম্য নয়।	• ভবিষ্যতে আইইডিসিআর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য ও যথাসময়ে পিসিআর আইএমইডি-তে প্রেরণে র বিষয়টি নিশ্চিত করতে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
সাসটেইনিং ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্স নেটওয়ার্ক এন্ড রেসপন্স টু সিজনাল এন্ড পেনডেমিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ইন বাংলাদেশ	
• প্রকল্পটি সম্পর্কে কোন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকল্প পরিচালক বা বাস্তবায়নারী সংস্থার পক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি। বার বার তাগিদ, আইএমইডি'র সচিব মহোদয়	• ভবিষ্যতে আইইডিসিআর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য ও যথাসময়ে পিসিআর

সমস্যা	সুপারিশ
কর্তৃক ডিও পত্র প্রেরণ এবং আইইডিসিআর এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে বার বার ব্যক্তিগত যোগাযোগের পরও পিসিআর পওয়া যায়নি। এটি মোটেও কাম্য নয়।	আইএমইডি-তে প্রেরণে র বিষয়টি নিশ্চিত করতে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন সেক্টর:	
১. প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের চাহিদা যাচাই না করা।	১. প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের চাহিদা যাচাই পূর্বক প্রকল্প প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
২. প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট অনুযায়ী কর্যক্রমের জন্য নির্ধারিত সময় সম্পর্কে ধারণা না থাকা;	২. প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট অনুযায়ী কর্যক্রমের জন্য নির্ধারিত সময় অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদ নির্ধারণ করা এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা।
৩. প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়;	৩. প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধি বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন।
৪. ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন না করা;	৪. প্রকল্পের সুষ্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রকল্প পরিচালকের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
৫. নিয়মিত অডিট সম্পন্ন না হওয়া;	৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রকল্পে আর্থিক কার্যাবলী নিয়মিত অডিট করা।
৬. বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা;	৬. প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা/মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে।
৭. প্রকল্পের কার্যক্রমকে ডাটা বেইজ কের সংরক্ষণ করা;	৭. প্রকল্পের কার্যক্রমকে ডাটা বেইজ করে সংরক্ষণ করা যা পরবর্তিতে কাজে ব্যবহার করা যায় এবং ওভারল্যাপিং পরিহারে সহায়তা করে।
৮. প্রকল্পের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা অভাব;	৮. প্রকল্পের সকল কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
জনপ্রশাসন সেক্টর:	
১. প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান অবকাঠামো অপসারণ ও দরপত্র জটিলতা সংক্রান্ত মামলা জটিলতা।	১. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার সাতে সমন্বয় করে সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।
২. দক্ষ জনবল না থাকা।	২. পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।
৩. স্থায়ী ভবন ও ডাটা সেন্টারের জন্য নির্ধারিত স্পেস না থাকা।	৩. স্থায়ী ভবন ও ডাটা সেন্টারের জন্য নির্ধারিত স্পেস তৈরি করে সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।
৪. ইন্টারনেটের গতি কম এবং নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকা।	৪. ইন্টারনেটের গতি এবং নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যা সমাধান হয়েছে।
বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টর:	
মংলা বন্দরে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ ও মনিটরিং গবেষণাগার স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প/ এস্টাবলিশমেন্ট অব ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস প্রকল্প	
১. প্রকল্পটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু জনবলের অভাবে ল্যবরেটরির কাজ শুরু হয়নি।	১. প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠামো এবং স্থাপিত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্যে বর্ণিত সেবাসমূহ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় জনবল পদায়ন করে ল্যাবরেটরিটি দ্রুত চালু

সমস্যা	সুপারিশ
	করতে হবে।
২. ডিআরআইসিএম-এর কাজ সম্পাদনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় জনবল না থাকা এবং প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট সেবাসমূহ ব্যবহারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আইনী অবকাঠামো না থাকা।	২. ডিআরআইসিএম-এর কাজের গতিশীলতার স্বার্থে প্রয়োজনীয় জনবল নিশ্চিত করতে হবে এবং যে সকল সেবা সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলো যথাযথ ব্যবহারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আইনী অবকাঠামো সৃষ্টি করা যেতে পারে।
৩. কেমিক্যাল মেট্রোলজি বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ না থাকা, প্রশিক্ষন সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র ইউনিট না থাকা এবং কেমিক্যাল মেট্রোলজি সংক্রান্ত উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় কিছুটা ঘাটতি বিদ্যমান।	৩. ডিআরআইসিএম সংক্রান্ত পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ সুষ্টি করতে হবে এবং প্রশিক্ষন সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। রেফারেন্স ল্যাবরেটরি হিসেবে ডিআরআইসিএম যাতে কেমিক্যাল মেট্রোলজি সংক্রান্ত সকল ধরনের পরীক্ষণ সম্পন্ন করতে পারে তার জন্য যুগোপযোগী প্রযুক্তি ও সামর্থ্য নিশ্চিত করতে হবে ও উচ্চতর গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
৪. ক্রয়কৃত আসবাবপত্রসমূহ সম্পদ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ না করা এবং যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা। প্রকল্প শেষে ওয়ারেন্টি অনুযায়ী ক্রয়কৃত লিফ্ট এবং জেনারেটর নিয়মিত সার্ভিসিং না করা।	৪. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্রসমূহ সম্পদ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ওয়ারেন্টি অনুযায়ী লিফ্ট এবং জেনারেটর নিয়মিত সার্ভিসিং করতে হবে।
শ্রম ও কর্মসংস্থান সেক্টর:	
Changing Gender Norms of Garments Employees (ChaNGE) -শীর্ষক প্রকল্প	
১. **পিসিআর-এ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ভুল তথ্য সরবরাহ:** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর পৃষ্ঠা নম্বর ৭এ উল্লেখ্য যে, ঢকায় অনুষ্ঠিত ১টি স্টেকহোল্ডার ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপে ১১০জন এবং চট্টগ্রামে ১টি ওয়ার্কশপে ৬০ জন মোট ১৬০জন অংশ গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা হবে ১৭০ জন।	১. প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এ যেন কোন ভুল তথ্য সরবরাহ করা না হয় , সে বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে
২. **বেজলাইন সার্ভের প্রমাণক সংক্রান্ত** প্রকল্পের মুল কার্যক্রম বেজলাইন সার্ভে সম্পন্ন হওয়ার প্রমাণক পরিদর্শনকালে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রকল্পের হিসাব রক্ষক জনাব ফায়জুল ইসলাম উল্লেখ করেন, বেজলাইন সার্ভে কার্যক্রমটি UNFPA কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে বলে তাঁর মনে পড়ে । প্রকৃতপক্ষে বেজলাইন সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা জানার জন্য প্রমাণক প্রয়োজন।	২. বেজলাইন সার্ভে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় বেজলাইন সার্ভে সম্পন্ন হয়ে থাকলে ইহার প্রমাণক আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে ।
৩. **গার্মেন্টস ফ্যাক্টোরিতে প্রশিক্ষ ণ চালু রাখা :** প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি ও মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা সকল ফ্যাক্টোরিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এতে মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ভুলে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে, অন্যদিকে নতুন শ্রমিককে প্রশিক্ষিত করা সম্ভব হবে।	৩. প্রকল্পের আওতায় প্রণীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মডিউল ও মাস্টার ট্রেইনারদের দ্বারা সকল ফ্যাক্টোরিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে।
Improving Working Condition in the Ready-Made Garment sector in Bangladesh (1st Revised) শীর্ষক প্রকল্প	
১. প্রকল্পের আওতায় এক্সটারনাল বা ইন্টারনাল কোন অডিট সম্পন্ন	১. প্রকল্পের আওতায় কোন প্রকার ইন্টারনাল বা

সমস্যা	সুপারিশ
হয়নি	এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন না হওয়ার কারণ বা ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল।
২. প্রকল্পের পিসিআর-এ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হয়নি।	২. পরবর্তীতে PCR-প্রস্তুতে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে বাস্তব লক্ষমাত্রা উল্লেখ করা যেতে পারে।
Improving fire and General Building Safety in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প	
১. প্রকল্পের ক্রয় কার্যকম ডকুমেন্ট প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করা হয়নি।	১. টেকনিক্যাল এসিসটেন্স (টিএ) প্রকল্পের ক্ষেত্রেও ক্রয় সংক্রান্ত ডকুমেন্ট প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।
২. PCR এর পয়েন্ট ০৫ অনুযায়ী কম্পোনেন্ট –ওয়াইজ প্রগেজ এ প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১১৮৬.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় উল্লেখ করা হয়েছে ১১৫৮.৫৬ লক্ষ টাকা, বাকী অব্যয়িত ২৭.৪৪ লক্ষ টাকা কি করা হয়েছে, তার উল্লেখ করা হয়নি।	২. অব্যয়িত অর্থ (২৭.৪৪ লক্ষ) যথা নিয়মে নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে।
যোগাযোগ সেক্টর:	
১. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির গায়ে তথ্য লিপিবদ্ধ/ট্যাগিং না করা এবং যথাযথভাবে যন্ত্রপাতির বিবরণ সম্পদ রেজিস্টার- এ লিপিবদ্ধ না করা।	১. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির গায়ে তথ্য লিপিবদ্ধ/ট্যাগিং করতে হবে এবং যথাযথভাবে যন্ত্রপাতির বিবরণ সম্পদ রেজিস্টার- এ লিপিবদ্ধ করতে হবে।
২. বিটিসিএল কর্তৃক প্রদেয় সেবা ও সুবিধা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার ব্যবস্থা না করা এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার হতে ইন্টারনেট সংযোগ ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন অন্যান্য অফিসে বিস্তৃত করার ব্যবস্থা না করা।	২. বিটিসিএল কর্তৃক প্রদেয় সেবা ও সুবিধা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে নিজস্ব ‘ওয়েবসাইট’ প্রণয়ন ও চালু এবং বহুল প্রচারের (বাংলা ও ইংরেজিতে লিফলেট প্রণয়ন, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার ইত্যাদি) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার হতে ইন্টারনেট সংযোগ ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন অন্যান্য অফিসে বিস্তৃত করতে হবে এবং ব্যবহারকারীর বিস্তৃতি ঘটাতে হবে।
৩. টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বোর্ড রুম/সুইচ রুম অথবা যে সকল স্থানে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি রয়েছে সে সকল স্থানের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা না থাকা। সিসিটিবি ক্যামেরার আওতায় আনতে হবে।	৩. টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বোর্ড রুম/সুইচ রুম অথবা যে সকল স্থানে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি রয়েছে সে সকল স্থান সিসিটিবি ক্যামেরার আওতায় আনতে হবে।
৪. পোস্ট ই-সেন্টার হতে প্রদত্ত সেবাসমূহের মূল্য তালিকা ডাক অধিদপ্তর হতে জারি করা হয়নি বিধায় ভিন্ন ভিন্ন ই-সেন্টারে একই সেবার জন্য ভিন্ন মূল্য ধার্য করা হচ্ছে।	৪. পোস্ট ই-সেন্টার হতে প্রদত্ত সেবাসমূহের মূল্য তালিকা ডাক অধিদপ্তর হতে সত্বর জারি করতে হবে।
৫. স্থান সংকটের ফলে অনেক পোস্ট ই-সেন্টার ভাড়া করা ঘরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে, পোস্ট ই-সেন্টারসমূহ হতে স্বল্প সংখ্যক সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং পোস্ট ই-সেন্টারসমূহের মালামালগুলোর পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নেই।	৫. যথাসম্ভব নিজস্ব স্থাপনায় পোস্ট ই-সেন্টারসমূহের কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পোস্ট ই-সেন্টারসমূহ হতে প্রদত্ত সেবাসমূহের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে প্রদত্ত সেবাসমূহ ই-সেন্টারেও প্রবর্তন করতে হবে। ই-সেন্টারসমূহের মালামালগুলোর নিরাপত্তা বিধান করার জন্য জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
৬. প্রকল্পভুক্ত অটোমেশন কার্যক্রমকে সফল করার জন্য পর্যাপ্ত জনবল (বিশেষ করে অপারেটর পর্যায়ে) না থাকা।	৬. প্রকল্পভুক্ত অটোমেশন কার্যক্রমকে সফল করতে হলে পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ দিতে হবে, বিশেষ করে অপারেটর পর্যায়ে এ লোক নিয়োগ

সমস্যা	সুপারিশ
	করা কর্মানুগ হবে।
৭. ইন্টারনেট সেবা ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সার্কেল ও ইউনিট পর্যায়ে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ না থাকা।	৭. ইন্টারনেট সেবা ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সার্কেল ও ইউনিট পর্যায়ে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।
গণসংযোগ সেক্টর:	
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন নির্মাণ (সংশোধিত) প্রকল্প	
১. **প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ :** প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৬৭৫ .০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে ৮৫৩৩.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, অব্যয়িত ১৪১.৪৬ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমাদান সংক্রান্ত তথ্য বা প্রমাণপত্র পিসিআর-এ পাওয়া যায়নি।	১. প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৬৭৫.০০ লক্ষ টাকা র মধ্যে পিসিআর অনুযায়ী ব্যয় হয়েছে ৮৫৩৩.৫৪ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত ৫৩.৪১ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমাদানের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
২. **অডিট সংক্রান্ত :** প্রকল্পের জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত বিগত ০৪ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত অডিটে মোট ০৮টি অডিট আপত্তি ছিল, যা ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে বলে জানা যায়। জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত অবশিষ্ট ০২ অর্থ বছরের অডিট এখনও সম্পন্ন হয়নি, যা জরুরিভিত্তিতে সম্পন্ন করা প্রয়োজন।	২. প্রকল্পের জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত বিগত ০৪ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা যায়। অবশিষ্ট মেয়াদকাল জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ০২ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
বিএফডিসির আধুনিকায়ণ ও সম্প্রসারণ (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	
১. প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনায় ডিজিটাল ক্যামেরাসহ অন্যান্য পন্য ক্রয়ের বরাদ্দ বাংলাদেশী মুদ্রায় উল্লেখ করা হয়ছে কিন্তু চুক্তিমূল্য ইউরো (Euro) এবং ইউএসডি (USD)তে প্রদর্শন করা হয়েছে। ফলে ডিপিপির বরাদ্দের সাথে পিসিআরে প্রদত্ত প্রকৃত ক্রয়মূল্যের সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।	১. পিসিআর এ প্রদত্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যের ক্রয়কৃত অর্থের পরিমাণ ক্রয়কার্য্যের সময়কালের কনভার্সন রেটসহ বাংলাদেশের আর্থিক মুদ্রায় কনভার্ট করে ক্রয়কার্য্যে ব্যায়িত অর্থের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য বিএফডিসি এবং তথ্য মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
২. প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত ডিজিটাল যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইতোমধ্যে ৪ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে ,ফলে এর আপডেট ভার্সন বাজারে আসলে এগুলোর কার্যক্রম পিঁছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে;	২. বিএফডিসির চলমান ডিজিটাল ইকুয়েপমেন্ট এর কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখার জন্য সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে আপডেট ডিজিটাল ইকুয়েপমেন্ট ও ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি ক্রয় করতে হবে;
৩. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন এক্সটারনাল-অডিট সম্পন্ন হয়নি। তবে প্রকল্পের সমাপ্তির ২ (দুই) বছর পর এক্সটারনাল -অডিট চলমান বলে উল্লেখ করা হলেও এ বিষয়ে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি;	৩. প্রকল্পের চলমান এক্সটারনাল অডিট দ্রুত সম্পন্ন করে এর প্রতিবেদন উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার:

গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প সংখ্যার (১৭ ১০টি প্রকল্প) শতকরা প্রায় ১ ৮.৭৭ ভাগ সমাপ্ত হয়েছে। অতএব, এসকল সমাপ্ত প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং উদ্দেশ্য অর্জনের উপর সমগ্র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তথা সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করছে। এছাড়াও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন

প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে গৃহীতব্য সমমানের এবং সমপর্যায়ের প্রকল্প প্রণয়নকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারবে। সর্বোপরি, সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন এই সারসংক্ষেটি এডিপি সেক্টর অনুযায়ী হওয়ায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি সামষ্টিক চিত্র পাওয়া যাবে।